দৈনিক বাংলা

তারিখ ২০/৮/৮২

পৃষ্ঠা

১০৭

নতুন মেডিক্যাল কলেজ

দেশে চিকিৎসকের অভাব আছে। মেডিক্যাল কলেজেরও। জনসাধারণ চিকিৎসার প্রয়োজন হলে অভাবটা যেমন টের পান তেমনি প্রতি বছর ভর্তির সময়েও একটা অসুবিধা টের পাওয়া যায়। মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা বাড়ানো হলে এই দুই রকমের অসুবিধাই হয়তো কাটিয়ে ওঠা যাবে। তাই মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত সব মহলেই অভিনন্দিত হবে বলে আমাদের ধারণা।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ আবদুল মতিন জানিয়েছেন, সরকার প্রত্যেক জেলায় একটি করে মেডিক্যাল কলেজ চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দেশে চিকিৎসকের চাহিদা পূরণ করার জন্যে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বলে তিনি জানান। মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি হলে দেশের চিকিৎসকের চাহিদা পূরণ হবার সম্ভাবনা আছে সত্যি। তবে তা নিশ্চিত একথা বুঝি বলা যায় না। চিকিৎসা, চিকিৎসক এবং মেডিক্যাল কলেজে ভর্তিসংক্রান্ত সমস্যার ক্ষেত্রে মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যাল্পতা অন্যতম কারণ ঠিকই, কিন্তু একমাত্র কারণ নয়।

দেশে আটটি মেডিক্যাল কলেজ আছে এখন। এ কলেজগুলিতে শিক্ষাদীক্ষা নিয়মিত হলে অবস্থার অনেকটা উন্নতি হতো বলে ধরে নেয়া যায়: কিন্তু তা হয় না। শিক্ষকের অভাব আছে, সাজসরঞ্জামের অভাব আছে। নানা রকম বিশৃংখলা তো আছেই। নতুন মেডিক্যাল কলেজ চালু করে তা যদি সঠিকভাবে চালানো না যায় তাহলে প্রতি জেলায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। তাছাড়া, বর্তমানে চালু কলেজগুলিতেই যখন শিক্ষার মান পড়ে যাচ্ছে তখন নতুনগুলির অবস্থা কি হবে? আমরা নতুন মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্তকে অভিনন্দিত করি, তবে সেগুলি যেন যথাযথভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়।

চিকিৎসকের অভাব, মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষকের অভাব—এসবের পেছনে একটা কারণ খুবই উল্লেখযোগ্য এখন। ডাক্তারদের দেশ ছাড়ার প্রবণতা। এ প্রবণতা বন্ধ না হলে এক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপই ব্যর্থ হতে বাধ্য। যদি বিদেশে চিকিৎসক পাঠাতেই হয় তাহলে দেশের চাহিদার কথা মনে রেখেই উপযুক্ত সংখ্যায় চিকিৎসক তৈরি করতে হবে।